তারিখ ... 27 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

কুমিল্লায় মডার্ণ স্কুলের শিক্ষকরা ৬ মাস এমপিও ভাতা বঞ্চিত!

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা মডার্ণ হাইস্কুলের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা গত ৬ মাস যাবত এমপিও ভাতা তুলতে পারছেন না। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নার্গিস সুলতানা অনুমতি না দেয়ায় তারা এমপিও ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রত্যাহারের দাবিতে ওই বিদ্যালয়ের এমপিওভূক্ত ৩৩ জন শিক্ষক অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন করেন। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবরে আবেদন করেন। সোমবার বিকালে নগরীর একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারীরা এসব অভিযোগ করেন। লিখিত বক্তব্যে বিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কোহিনুর বেগম বলেন, বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত। নীতিমালা অনুযায়ী চাকরির মেয়াদ বর্ধিত করাও বোর্ডের নিয়ম বহির্ভূত। ২০১০ সালে বর্তমান প্রধান শিক্ষক নার্গিস সুলতানার ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে। এরপর থেকে তিনি এ পদে অবৈধভাবে বহাল রয়েছেন। তিনি বলেন, গত ৬ মাস যাবত বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্ত ৩৩ জন শিক্ষক ও ৫ জন কর্মচারীকে এমপিও ভাতা তুলতে দেয়া হচ্ছে না। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ ঠেকানোর কৌশল হিসেবে তাদেরকে এমপিও ভাতা থেকে বঞ্চিত করে বিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে নামমাত্র বেতন দেয়া হচ্ছে। এতে ওই শিক্ষক-কর্মচারীরা খেয়ে না খেয়ে মানবেতরভাবে জীবন-যাপন করছেন। এতে নিরুপায় হয়ে শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের এমপিও ভাতা পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের ক্লাস বর্জন করেছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মফিজুর রহমান, আবুল কাশেম, জীবন দেবনাথ, জাহাঙ্গীর আলম টিপু, রোকসানা আক্তার, সাবেরা বেগম, সালমা সুলতানা ও উত্তম চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নার্গিস সুলতানা বলেন, বিষয়টি নিয়ে ওই শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এর বেশি কিছু জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের সভাপতির সাথে কথা বলুন। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক অধ্যক্ষ আফজল খান বলেন, এরা মিথ্যা কথা বলছে। কুমিল্লা মডার্ণ হাইস্কুলের সুনাম বিনষ্ট করতেই একটি মহলের ইন্ধনে এ ধরণের অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, ওয়ান ইলেভেনের সময়ে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমার স্ত্রীকে (প্রধান শিক্ষক) জেল খাটানো হয়েছে। কোহিনূর বেগম যেই কয়দিন এ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিল ওই সময়ে তার বিরুদ্ধে ৪০/৫০ জন শিক্ষকের কাছ থেকে টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। আমার স্ত্রী (প্রধান শিক্ষক) এমপিও ভাতা নেয় না, সে আমার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন করছে।